Write down the factors of affective classroom communication?

<u>দ্বি-মুখী যোগাযোগ</u>- কার্যকরী যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো দ্বি-মুখী প্রক্রিয়া। শ্রেণীকক্ষে একমুখী যোগাযোগ অপেক্ষা দ্বি-মুখী যোগাযোগ অর্থাৎ শিক্ষকের বক্তৃতা বা তার ব্যাখ্যা শিক্ষার্থী নিকট প্রত্যাশিত ভাবে পৌঁছালো কিনা তা জানা যায় না। শিক্ষার্থী এখানে নিষ্ক্রিয় থাকে, উভয়মুখী যোগাযোগের মধ্যে Feedback এর উপস্থিতি আছে, এরফলে শিক্ষক বুঝতে পারেন যে তাকে আরও সুস্পষ্ট ভাবে আরও সহজ, সরল ভাবে বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে কিনা, শিক্ষার্থীরাও তাদের অভিজ্ঞতা শিক্ষকের নিকট জানতে পারে।

<u>ফিডব্যাক</u>- বার্তা বা সংবাদ গ্রাহকের নিকট পৌঁছেছে কিনা ফিডব্যাক এর সাহায্যে তা নিশ্চিত হওয়া যায়। Feedback নানাভাবে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন- মাথা নাড়া বা ইতিবাচক এবং নেতিবাচক শব্দ উচ্চারণ বা প্রত্যাশিত ভাবে আচরণ করা। এইভাবে feedback প্রেরণ অর্থাৎ শিক্ষকে জানতে সাহায্য করে যে বার্তা গ্রাহক অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের নিকট সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা যার ফলে শিক্ষক পরবর্তী সময়ে প্রয়োজন মতো তার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। Feedback প্রেরক অর্থাৎ শিক্ষককে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা পাঠায়, যার ফলে তিনি অধিক সক্রিয় হয়ে শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগ প্রক্রিয়াটিকে আরও অর্থবহ ও কার্যকরী করে তোলে।

<u>স্পষ্টতার নীতি</u>- যোগাযোগ স্পষ্টতা পায় যখন এটি গ্রাহকের বোঝার মতো করে এবং গ্রাহক যে ভাষার সঙ্গে পরিচিত, সেই ভাষায় সঞ্চালিত করে যোগাযোগের স্পষ্টতার জন্য প্রয়োজন হলো শিক্ষার্থী যে ভাষা বিন্যাসের সঙ্গে পরিচিত সেই ভাবেই যখন উপস্থাপিত হয়।

<u>প্রেষণার বিকাশ</u>- মনোযোগ ব্যতীত শিক্ষার্থীর পক্ষে শোনা বা পড়া জটিল হয়ে পড়ে। দায়সারা গোছের শোনা বা অমনোযোগের সঙ্গে শোনা, যথেষ্ট মনোযোগ ছাড়া পড়া, বোঝার অভাব ঘটায়। অমনোযোগ বা দুর্বল মনোযোগ এরফলে বার্তা সঞ্চালনে অনেক অসুবিধা সৃষ্টি হয়। সমীক্ষায় দেখা গেছে মনোযোগ যোগাযোগের অনেক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে পারে। শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণা থাকলেও মনোযোগ নিশ্চয়তা পায়। আরও ভালো করে বিষয়বস্তু বুঝতে পারে, যার ফলে তারা উৎসাহিত ও সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

<u>প্রযুক্তির ব্যবহার</u>- শ্রেণিকক্ষ শিক্ষণে যোগাযোগকে কার্যকরী করে তুলতে বর্তমানে অনেক প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রযুক্তির সাহায্যে অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত।

<u>শিক্ষাদানের কৌশল ও দক্ষতা</u>- শিক্ষাদানের কৌশলগুলিকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। এই কৌশলগুলি অর্জনে বর্তমানে অনুশিক্ষণের সাহায্য নেওয়া হয়। অনুশিক্ষণের সাহায্যে প্রস্তাবিত শিক্ষণ দক্ষতাগুলিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় অর্জন করে শ্রেণীকক্ষে তা সমন্বয়িত ব্যবহারে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা আরও কার্যকরী হয়ে ওঠে।

- যোগাযোগের বাধা সমূহ দূরীকরণে কৌশল গবেষণা থেকে জানা গেছে শ্রেণীকক্ষে যোগাযোগের মাত্র 7 শতাংশই হল অবাচনিক মাধ্যমে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যোগাযোগের বাধাগুলি দূর করে, তার জন্য নিম্নলিখিত কৌশল অবলম্বন করতে পারেন।

Scanned with CamScanner

i) শারীরিক ভাষা ব্যবহার -

- মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি (Facial expression): সহাস্যে শিক্ষক বক্তব্য উপস্থাপন করলে শিক্ষার্থীরা বন্ধুভবাপন্ন হয়, প্রশ্ন উত্তরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং শিক্ষকের আস্থাভাজন হয়ে উঠে।

- Posture - সোজাভাবে দাঁড়িয়ে, শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন সাহায্যে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়।

- Gesture - আঙ্গুল তুলে বা ইশারা করে বিষয়বস্তুর প্রতি ছাত্রছাত্রী-দের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে পারেন।

- Proximity - ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, আচরণ ধারাকে কখনই আঘাত করা চলবে না।

- Movement - স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে বক্তব্য পেশ না করে মাঝে মাঝে চলাফেরা করলে সকলের প্রতি নজর দেওয়া ও নিজের ওপর আস্থা বাড়বে।

ii) চোখের দ্বারা পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তোলা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি স্থাপন করলে তারা উৎসাহিত হয় ও পাঠে মনোযোগী হয়। এর জন্য -

- কোনো কোনো শিক্ষার্থী প্রতি কমপক্ষে 4-6 সেকেন্ড চোখ রেখে বক্তব্য স্থাপন করতে পারেন। এর ফলে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হয়।
- শিক্ষকের দৃষ্টি শ্রেণীকক্ষের সবদিকে সজাগ থাকলে, কারা অমনোযোগী তা সহজে বোঝা যায়, ফলে শিক্ষক তাদের কারা মনোযোগী সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠতে পারবেন।

Scanned with CamScanner